NOV 1 8 20[illegible]

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৩ ......

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের মেয়াদ শেষ এ মাসেই

প্রায় ৬ কোটি টাকা খরচ করে সুপারিশ ১৩৭টি, বাস্তবায়ন মাত্র ২টি

আমীরুল ইসলাম

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সদস্যরা গত বুধবার তাদের সর্বশেষ সুপারিশে সই করেছেন। আগামী ৩০ নভেম্বর কমিশনের মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে। এই চার বছরে কমিশন ১৩৭টি সুপারিশ সরকারের কাছে পেশ করেছে। এর মধ্যে মাত্র দুটি বাদে আর কোনো সুপারিশই বাস্তবায়িত হয়নি। অথচ এ খাতে ইতিমধ্যে ব্যয় হয়েছে প্রায় ৬ কোটি টাকা।

কমিশনের পরামর্শ মতো একটি বাস্তবায়ন কমিশন প্রতিষ্ঠায় অন্যান্য কমিটির সুপারিশের মতো কাগজে দস্তাবেজে পরিণত হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে।

১৯৯৭ সালের জানুয়ারিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কমিশন ২ জুলাই ২০০০ পর্যন্ত প্রথম পর্যায়ে ১৩৭টি সুপারিশ পেশ করেছে। এর মধ্যে ছিল অন্তর্বর্তীকালীন ৩০টি, স্বল্পমেয়াদি ৭০টি এবং দীর্ঘমেয়াদি ৩৭টি। অথচ সরকার বাস্তবায়ন করেছে মাত্র দুটি সুপারিশ। এগুলো হচ্ছে সচিবালয়ে জনগণের চিঠিপত্র নেওয়ার জন্য একটি সুবিধাজনক ব্যবস্থা চালু এবং বিমান সংস্থার টিকেটের [illegible]

শেষ পৃষ্ঠা কলাম ...

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের মেয়াদ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

চেয়ারম্যান এ টি এম শামসুল হকের মতে, এর ৭৫ শতাংশই বাস্তবায়নের জন্য সরকারের বড় ধরনের কোনো খরচ বা রাজনৈতিক স্পর্শকাতরতার প্রশ্ন ছিল না। অথচ পুরো বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াটি ফেলে দেওয়া হয়েছিল আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতায়। জানা গেছে, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন খাতে সরকারি তহবিল থেকে প্রায় ১ কোটি ৭০ লাখ এবং ইউএনডিপির কাছ থেকে পাওয়া ৪ কোটি টাকা (৭ লাখ ২৫ হাজার ডলার) খরচ হয়েছে।

কমিশন এর কার্যতালিকা (টার্মস অফ রেফারেন্স) অনুসারে সরকারি, আধাসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত ১৭৩টি প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করে সেগুলোর কাঠামো পুনর্বিন্যাস এবং জনবল সুষম করার প্রয়োজন রয়েছে বলে অভিমত প্রকাশ করেছে। কমিশন এর নির্ধারিত কার্যকাল ৩০ নভেম্বরের মধ্যে মাত্র ২১টি প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে সুপারিশ তৈরি করতে পেরেছে। গত বুধবার কমিশনের সদস্যরা এই সুপারিশেই স্বাক্ষর করেন।

সুপারিশের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে : জীবন বীমা করপোরেশন, সাধারণ বীমা করপোরেশন, ট্রেডিং করপোরেশন অফ বাংলাদেশ, বাংলাদেশ বন শিল্প করপোরেশন, বিআরটিসি, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন সংস্থা, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন, বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন, বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন, মৎস্য উন্নয়ন করপোরেশন, বিমান এবং পর্যটন করপোরেশনের জনবল ২২ হাজার ৪৯৫ থেকে ১৮ হাজার ৭৭২-এ কমিয়ে আনার সুপারিশ করা হয়েছে। এছাড়া চারটি সিটি করপোরেশনের অতি কারিগরি ও বিশেষায়িত ছাড়া অন্য শূন্যপদ পূরণ না করা এবং নতুন পদ তৈরি না করা; হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স করপোরেশনের ১৬০টি শূন্যপদ পূরণ না করে ক্রমশ এগুলো বিলুপ্ত করা; অধীনস্থ কোম্পানিগুলোর ১০০ শতাংশ শেয়ার কেনার মাধ্যমে পেট্রোবাংলাকে একটি হোল্ডিং কোম্পানিতে পরিণত করা; গ্রাহকসেবার মানোন্নয়নে বিআরটিসি, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন সংস্থা, বাংলাদেশ বিমান প্রভৃতি সংস্থার নাগরিক সনদ প্রবর্তন; বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনের লন্ডন ও সিঙ্গাপুর আঞ্চলিক অফিস বন্ধ করা; বাংলাদেশ পাট করপোরেশন তিন বছরের মধ্যে বিলুপ্ত করা; বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশনের অধীনস্থ পাটকলগুলোকে অধিক দামের আশায় রেখে বছর বছর সরকারি কোষাগারের অর্থ নাশ করার বদলে অনতিবিলম্বে বন্ধ করার সুপারিশও রয়েছে।

কমিশনের নির্ধারিত মেয়াদ ছিল চলতি বছর জুন পর্যন্ত, কিন্তু এর কার্যতালিকার অন্যতম সরকারি, আধাসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর পুনর্বিন্যাস এবং জনবল সুষমকরণের মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় কমিশন নিজের মেয়াদ বাড়ানোর প্রস্তাব করলে সরকার আরো ছয় মাস অর্থাৎ ৩০ নভেম্বর ২০০০ পর্যন্ত কমিশনের মেয়াদ নির্ধারণ করে। সে সময় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের লেখা এক সরকারি আদেশে বলা হয়, এর মধ্যে কমিশন তার নির্ধারিত কাজ শেষ করতে না পারলে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে একটি বিশেষ কোষ (সেল) গঠন করে সেগুলো করা হবে। কমিশন চেয়েছিল বর্তমান সরকারের শেষ বছর এবং পরবর্তীকালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় পর্যন্ত কমিশনের মেয়াদ বাড়ালে নির্বাচনের পর নতুন সরকার ধারাবাহিকতার মধ্যে থেকে একটি সুপারিশ বাস্তবায়ন কমিশন (পারমক) গঠন করে অনায়াসে সেসব সুপারিশ বাস্তবায়ন করতে পারবে। কিন্তু সরকার সে প্রস্তাবে আগ্রহ দেখায়নি। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, মন্ত্রিপরিষদের বিশেষ কোষই এজন্য যথেষ্ট।

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের চেয়ারম্যান এ টি এম শামসুল হক বলেন, অতীতে প্রায় প্রতিটি সরকারই প্রশাসনে সংস্কার আনার জন্য কমিটি গঠন করেছিল। সেসব কমিটি সুপারিশও দিয়েছিল। কিন্তু ধারাবাহিকতার অভাবে ওইসব সুপারিশ আর বাস্তবায়িত হয়নি। তিনি বলেন, আমি চেয়েছিলাম তার যেন পুনরাবৃত্তি না হয়। কিন্তু ধারাবাহিকতা রক্ষিত না হওয়ায় সে আশঙ্কা রয়েই গেল।

শামসুল হক বলেন, আসলে যেকোনো সংস্কার করতে হলে সরকারের মেয়াদের প্রথম দু-এক বছরের মধ্যেই তা করা উচিত। তা না হলে রাজনৈতিক বিবেচনাই তখন মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়।